দানিয়েলের পুস্তক - সংখ্যা একশ একত্রিশ

ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বুননের উন্মোচন: প্রকাশিত বাক্য থেকে বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন

Jeff Pippenger

2024-03-12

আগের প্রবন্ধগুলোতে আমরা দেখিয়েছি যে মিলারাইটরা অনুধাবন করছিল যে তারা দশ কুমারীর দৃষ্টান্ত, হাবাক্কূক দ্বিতীয় অধ্যায় এবং ইজেকিয়েল দ্বাদশ অধ্যায়ের একুশ থেকে আটাশ পদ পূরণ করছিল। ইজেকিয়েলের পদগুলো নির্দেশ করে যে অন্তিম দিনগুলোতে যখন এই তিনটি ভাববাণীমূলক অংশ সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ হবে, তখন 'প্রতিটি দর্শনের কার্যসিদ্ধি' পরিপূর্ণ হবে। সিস্টার হোয়াইটও এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

> "প্রকাশিত বাক্যে বাইবেলের সব পুস্তক মিলিত হয়ে পরিসমাপ্ত হয়। এখানেই দানিয়েলের পুস্তকের পরিপূরক রয়েছে। একটি ভবিষ্যদ্বাণী; অন্যটি উদ্ঘাটন। যে পুস্তকটি সিলমোহর করা হয়েছিল, তা প্রকাশিত বাক্য নয়; বরং দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর যে অংশটি শেষ দিনের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেটিই। স্বর্গদূত আদেশ দিলেন, 'কিন্তু তুমি, হে দানিয়েল, কথাগুলো গোপন রাখো, এবং পুস্তকটিকে শেষ সময় পর্যন্ত সিলমোহর করে রাখো।' দানিয়েল ১২:৪।" প্রেরিতদের কার্যাবলি, ৫৮৫।

দশ কুমারীর উপমাটি অক্ষরে অক্ষরে পুনরাবৃত্তি হয় এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সিলমোহর করার সময়ে, যা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ সালে শুরু হয়েছিল এবং আসন্ন রবিবারের আইনের সময় মূর্খ কুমারীদের জন্য দরজা বন্ধ হয়ে গেলে সমাপ্ত হবে। ইতিহাসের সেই সময়কালে "বাইবেলের সব বই মিলিত হয় ও সমাপ্ত হয়"—এভাবে উপস্থাপিত প্রতিটি দর্শনের প্রভাব প্রকাশ পায়।

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আমরা উপলব্ধির একটি ভিত্তি নির্মাণ করেছি, যাতে দানিয়েল ১১-এর চল্লিশ নম্বর পদে উপস্থাপিত ইতিহাসের বাহ্যিক রেখাটি তুলে ধরা যায়, যা পৃথিবী-জন্তুর প্রজাতান্ত্রিক শিংয়ের রাজনৈতিক ইতিহাসকে প্রতিনিধিত্ব করে। সেই ইতিহাসটি পৃথিবী-জন্তুর সত্যিকারের প্রোটেস্ট্যান্ট শিংয়ের ধর্মীয় ইতিহাসের সমান্তরালে চলে। আমরা কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রেখা চিহ্নিত করেছি, যা পৃথিবী-জন্তুর প্রজাতান্ত্রিক শিং নিয়ে কথা বলে, এবং আমরা সেই রেখাগুলোকে ১৯৮৯ সালে শেষকালের সময়ে শুরু হওয়া ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের উপর স্থাপন করছি।

পৃথিবীর পশুর যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল ১৭৭৬ সালে শুরু হয়েছিল এবং ১৭৯৮ সালে শেষ সময়ে সমাপ্ত হয়েছিল, সেটিই সেই সময়রেখা যা আমরা বর্তমানে প্রভাব বিস্তারকারী সব সময়রেখাকে একত্রে আনবার প্রচেষ্টায় ব্যবহার করতে চাই। ১৭৭৬ থেকে ১৭৯৮ সালের এই সময়কাল আলফা ও ওমেগার চিহ্ন বহন করে, কারণ এর শুরু ও শেষ ঘটে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে, যা একটি জাতির কথা বলারই প্রকাশ।

> "একটি জাতির বক্তব্য হল তার আইনপ্রণয়নকারী ও বিচারিক কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপ।" The Great Controversy, 443.

পৃথিবীর জন্তুর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তার কথা বলা। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ছিল এক ঐশ্বরিক দলিল, যা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার দরজা খুলে দিয়েছিল এবং এর ফলে ইউরোপের রাজারা ও ক্যাথলিক চার্চ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে নিপীড়ন চালিয়ে আসছিল, তার "বন্যা"কে গিলে ফেলেছিল।

> আর সর্পটি তার মুখ থেকে বন্যার মতো জল সেই নারীর পিছনে ছুড়ে দিল, যাতে বন্যা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু পৃথিবী সেই নারীকে সাহায্য করল; পৃথিবী নিজের মুখ খুলে সেই বন্যাকে গিলে ফেলল, যা ড্রাগন তার মুখ থেকে ছুড়ে দিয়েছিল। প্রকাশিত বাক্য ১২:১৫, ১৬।

বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে পৃথিবীর পশুর রাজত্বের শেষে তা আবার কথা বলবে, কিন্তু তখন তা ড্রাগনের মতো কথা বলবে, রবিবারের আইন প্রয়োগ করে।

> আর আমি দেখিলাম, পৃথিবী হইতে আর-একটি পশু উঠিয়া আসিতেছে; এবং তাহার মেষশাবকের ন্যায় দুইটি শিং ছিল, কিন্তু সে কথা বলিত ড্রাগনের ন্যায়। প্রকাশিত বাক্য ১৩:১১।

পৃথিবীর জন্তু ১৭৯৮ সালে ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল, যখন পোপতন্ত্রের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

> আর যখন পাপাসির শক্তি হরণ করা হলো এবং তাকে উৎপীড়ন থেকে বিরত হতে বাধ্য করা হলো, তখন যোহন দেখলেন যে একটি নতুন শক্তি উঠে আসছে ড্রাগনের কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত করতে এবং একই নিষ্ঠুর ও নিন্দাজনক কাজকে এগিয়ে নিতে। এই শক্তি, যা ঈশ্বরের মণ্ডলী ও ঈশ্বরের আইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এমন শেষ শক্তি, সেটিকে মেষশাবকের মতো শিংওয়ালা এক জন্তুর দ্বারা প্রতীকায়িত করা হয়েছিল। Signs of the Times, ১ নভেম্বর, ১৮৯৯।

১৭৯৮ সালে, যখন পোপতন্ত্র মরণঘাতী আঘাত পেয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র কথা বলছিল, এবং আলফা ও ওমেগার ক্ষেত্রে যেমন সর্বদাই হয়, শুরুতে যে কথা বলা হয়েছিল, তা শেষের কথার পূর্বরূপ ছিল। ১৭৯৮ সালে এলিয়েন অ্যান্ড সেডিশন অ্যাক্টস আইন হিসেবে প্রণীত হয়েছিল, যা অবাধে অভিবাসন ও গণমাধ্যমকে লক্ষ্য করে শেষে কার্যকর হওয়া আইনগুলোর পূর্বাভাস দিয়েছিল।

১৭৭৬ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত যে সময়পর্বটি আমরা বিবেচনা করছি, তা আলফা ও ওমেগার ছাপ বহন করে; কারণ এটি শুরুতে স্বাধীনতার ঘোষণার ‘কথন’কে চিহ্নিত করে, যা ১৭৯৮ সালের ‘এলিয়েন অ্যান্ড সেডিশন অ্যাক্টস’-কে প্রতীকায়িত করে। সেই সময়পর্বের মধ্যভাগে আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে পাবেন। সময়পর্বটি পৃথিবীর জন্তুর শাসনকালের এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চিত্রায়ণ প্রদান করে, কারণ এটি মেষশাবকের মতো কথা বলে শুরু হয়, কিন্তু সময়পর্বটির সমাপ্তি ঘটে ড্রাগনের প্রতিনিধিত্বকারী আইন দিয়ে। কিন্তু যেমন প্রায়ই ঘটে, কোনো কিছুর শুরু ও শেষে বিপরীতের সঙ্গে সামঞ্জস্য পায়। সময়পর্বটির প্রথম মাইলফলকটি শেষে মাইলফলকে প্রতিফলিত হয়েছে, আর মধ্যবর্তী মাইলফলক ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান, যা তেরোটি রাজ্যের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। হিব্রুতে ‘সত্য’ শব্দটি হিব্রু বর্ণমালার প্রথম অক্ষর, তারপর তেরোতম অক্ষর, তারপর শেষ অক্ষর দিয়ে গঠিত।

আমরা যে সময়কালটি এখন বিবেচনা করছি, তা আদি ও অন্ত, যিনি সত্য, তাঁর ছাপ বহন করে। এই সময়কাল এমন এক পর্বকে নির্দেশ করে যা বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে পৃথিবীর জন্তুর শাসনের সূচনার দিকে নিয়ে যায়, এবং তাই এটি এমন এক পর্বকেও নির্দেশ করে যা বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে পৃথিবীর জন্তুর শাসনের সমাপ্তির দিকে নিয়ে যায়। সেই সময়কাল 1989 সালে শেষের সময়ে শুরু হয়েছিল। 1776 থেকে 1798-কে 1989 থেকে শিগগির আগত রবিবার আইন পর্যন্ত সময়ের ওপর মনোযোগ হবে, যখন পৃথিবীর জন্তু ড্রাগনের মতো কথা বলে, যেমনটি Alien and Sedition Acts দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।

আমাদের অধ্যয়নে আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সত্য অন্তর্ভুক্ত করা সার্থক হবে। সে সত্যটি "শেষ সময়"-সংক্রান্ত এমন এক প্রতীকী উপাদান, যা প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিবাদ সম্ভবত ভালো করেই জানে যে ১৭৯৮ই ছিল "শেষ সময়", কিন্তু তাদের বোধ সাধারণত সেখানেই শেষ হয়ে যায়, কারণ তারা বিন্দুমাত্র ধারণা রাখে না যে প্রতিটি সংস্কার-রেখা অন্য সব সংস্কার-রেখার সমান্তরাল চলে। প্রতিটি সংস্কার-রেখা "শেষ সময়" দিয়েই শুরু হয়।

মোশি খ্রিস্টের প্রতিরূপ ছিলেন, এবং মোশি সিরাসরি সেই সত্যটি বলেছেন, আর প্রেরিতদের কাজ গ্রন্থে পিতর তা নিশ্চিত করেছেন।

> প্রভু তোমার ঈশ্বর তোমারই মধ্য থেকে, তোমার ভাইদের মধ্য হতে, আমার মতো একজন নবী তোমার জন্য উত্থাপন করবেন; তোমরা তাঁর কথা শুনবে। ব্যবস্থাবিবরণী ১৮:১৫।

যীশু 'মূসার সদৃশ' হওয়ার কথা ছিল।

> এবং এখন, ভাইয়েরা, আমি জানি যে অজ্ঞতার কারণে তোমরা এটি করেছিলে, যেমন তোমাদের শাসকরাও করেছিল। কিন্তু যে বিষয়গুলি ঈশ্বর পূর্বেই তাঁর সমস্ত নবীদের মুখে ঘোষণা করেছিলেন—যে খ্রিস্ট কষ্ট ভোগ করবেন—তিনি সেগুলি তেমনই পূর্ণ করেছেন। অতএব তোমরা অনুতাপ কর, এবং ঈশ্বরের দিকে ফিরে এসো, যাতে তোমাদের পাপসমূহ মুছে যায়, প্রভুর উপস্থিতি থেকে যখন প্রশান্তির সময় আসবে; এবং তিনি যিশু খ্রিস্টকে পাঠাবেন, যিনি পূর্বে তোমাদের কাছে প্রচারিত হয়েছিলেন; যাঁকে স্বর্গ গ্রহণ করবে সব কিছুর পুনঃস্থাপনের সময় পর্যন্ত—যেসব বিষয়ে ঈশ্বর জগতের শুরু থেকে তাঁর সব পবিত্র নবীদের মুখে বলেছেন। কারণ মোশি সত্যই পিতৃপুরুষদের বলেছিলেন, 'তোমাদের ঈশ্বর প্রভু তোমাদের জন্য তোমাদেরই ভাইদের মধ্য থেকে আমার মতো একজন নবী উত্তোলন করবেন; তিনি তোমাদের যা কিছু বলবেন, তোমরা সব বিষয়ে তাঁর কথা শুনবে।' এবং এমন হবে যে, যে প্রত্যেক প্রাণ সেই নবীর কথা শুনবে না, সে জনগণের মধ্য থেকে ধ্বংস হবে। হ্যাঁ, এবং শমূয়েল থেকে শুরু করে পরে যারা এসেছে, যত নবী কথা বলেছেন, তারাও এই দিনগুলির কথা আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। প্রেরিতদের কার্য ৩:১৭–২৪।

মোশির ইতিহাসে শেষ সময়টি ছিল তাঁর জন্মকাল, এবং তা খ্রিস্টের জন্মের প্রতীক ছিল। খ্রিস্ট ও মোশি—উভয়ের জন্মকালে এমন এক জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটেছিল, যা সেই প্রজন্মকে পরীক্ষা করেছিল। তাদের উভয়ের জন্মের খবর মিশর ও রোমের ড্রাগন-শক্তিকে ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুত জনদের হত্যা করার চেষ্টা করতে প্ররোচিত করেছিল। পাহাড়ের রাখালরা এবং পূর্বদেশের জ্ঞানীরা সেই সকলের প্রতিনিধিত্ব করে, যারা শেষ সময়ে জ্ঞানের এই বৃদ্ধিকে বুঝেছিল।

সাধারণত যে বিষয়টি নজরে এড়ায় তা হলো, শেষ সময়ের দুটি মাইলফলক রয়েছে। শুধু মূসাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা নয়; তার তিন বছর আগে তার ভাই হারুন জন্মেছিলেন। খ্রিস্টের জন্মের ছয় মাস আগে তার চাচাতো ভাই যোহনের জন্ম হয়েছিল। ‘শেষ সময়’ হিসেবে ১৭৯৮ সালকেই সবচেয়ে বেশি স্বীকৃত ধরা হয়, এবং ১৭৯৮ সালে সেই পশুটি (রাজনৈতিক কাঠামো)—যার ওপর ‘পতিতা’ অন্ধকার যুগ জুড়ে সওয়ার ছিল—নিহত হয়; আর এক বছর পরে সেই পশুর ওপর সওয়ার ‘নারী’টিও মারা যায়।

১৯৮৯ সালে দুইজন প্রেসিডেন্ট ছিলেন। রেগান ১৯৮৯ সালের অভিষেক পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন, এরপর বুশ প্রথম তার শাসন শুরু করেন। এক হাজার দুইশো ষাট বছরের সমাপ্তি বাবিলনে সত্তর বছরের বন্দিদশা দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছিল, এবং ভোজের রাতে যখন দারিয়ুসের ভাতিজা জেনারেল সাইরাস বেলশাজারকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন, তখন প্রকৃত রাজা ছিলেন দারিয়ুস। দারিয়ুস ও সাইরাস সেই অন্তিম সময়ের দুটি মাইলফলককে প্রতিনিধিত্ব করেন।

মোশি ও হারুন, যোহন ও যীশু, দারিয়ুস ও কুরুশ, পোপতন্ত্র ও পোপ এবং রেগান ও বুশের মধ্যকার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সম্পর্কগুলো সঠিক পদ্ধতিতে অধ্যয়ন করলে—সবই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আলোর উৎস হয়ে ওঠে। এখানে আমরা যে বিষয়টি নির্দেশ করতে চাই তা হলো, যীশুর চাচাতো ভাই যোহন ছিলেন অরণ্যে ধ্বনিত কণ্ঠস্বর; যার পূর্বরূপ ছিলেন মোশির ভাই হারুন—যিনি মোশির কণ্ঠস্বর হতে অরণ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

খ্রিস্টের অভিষেকের আগের ত্রিশ বছর এবং খ্রিস্টবিরোধীর আগমনের পূর্ববর্তী ত্রিশ বছর—উভয় সময়েই একটি "কণ্ঠ"কে চিহ্নিত করার মতো এক পথচিহ্ন থাকে। খ্রিস্টের ক্ষেত্রে সেটি ছিল মরুভূমিতে আহ্বানকারী যোহনের কণ্ঠস্বর। ৫৩৩ সালে জাস্টিনিয়ান একটি ফরমান জারি করেন, যা খ্রিস্টবিরোধীকে ধর্মদ্রোহীদের সংশোধক এবং গির্জার প্রধান হিসেবে চিহ্নিত করে। জাস্টিনিয়ানের সেই ফরমানই ছিল সেই "কণ্ঠ", যা ৫৩৮ সালে অরলেয়ঁ পরিষদে রবিবারের আইনসংক্রান্ত "ফরমান"-এর জন্য পথ প্রস্তুত করেছিল।

জেনারেল সাইরাসের সেনাবাহিনী ছিল সেই কণ্ঠস্বর, যা ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে দারিয়াসের বাবিলন জয় আসন্ন।

> বাবিলের প্রাচীরের সম্মুখে কোরেশের সেনাবাহিনীর আগমন ইহুদিদের কাছে এমন এক লক্ষণ ছিল যে তাদের বন্দীদশা থেকে মুক্তি ঘনিয়ে আসছিল। কোরেশের জন্মেরও এক শতাব্দীর বেশি আগে ঈশ্বরপ্রেরণায় তাঁর নাম ধরে উল্লেখ করা হয়েছিল, এবং এমন এক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করানো হয়েছিল যেখানে বলা ছিল তিনি কী কাজ করবেন—অপ্রস্তুত অবস্থায় বাবিল নগরী দখল করা, এবং বন্দীদশার সন্তানদের মুক্তির জন্য পথ প্রস্তুত করা। ইশাইয়ার মাধ্যমে এই বাণী বলা হয়েছিল:
>
> 'প্রভু তাঁর অভিষিক্ত, কোরেশকে এ কথা বলেন: যার ডান হাত আমি ধরে রেখেছি, যাতে আমি তার সামনে জাতিসমূহকে বশীভূত করি; … তার সামনে দুই-ডালা দরজাগুলো খুলে দিতে, এবং দরজাগুলো আর বন্ধ থাকবে না; আমি তোমার আগে আগে যাব, এবং বাঁকা স্থানগুলো সোজা করব; আমি পিতলের দরজাগুলো খণ্ড খণ্ড করব, এবং লোহার শলাকাগুলো দ্বিখণ্ডিত করব; আর আমি তোমাকে অন্ধকারের ধনসম্পদ এবং গোপন স্থানের লুক্কায়িত ঐশ্বর্য দেব, যাতে তুমি জানতে পার যে আমি, প্রভু, যিনি তোমাকে তোমার নামে ডাকি, আমি ইস্রায়েলের ঈশ্বর।' যিশাইয় ৪৫:১-৩। নবী ও রাজাগণ, ৫৫১।

যখন স্বীকৃত হয় যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক 'শেষ সময়' দুটি সাক্ষী বা দুটি মাইলফলকের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এটিও বোঝা যায় যে সেই দুটি মাইলফলকের একটি আসন্ন ইতিহাসের পরিচয়, ঘোষণা বা সতর্কতার প্রতিনিধিত্ব করে। আহারোন, যোহন, কোরেশ এবং জাস্টিনিয়ান এমন এক মাইলফলকের প্রতিনিধিত্ব করে, যা 'শেষ সময়'-এর আগে আসে। 1798 সালের 'শেষ সময়' হল 1776 থেকে 1798 পর্যন্ত বিস্তৃত সময়পর্বটির সমাপ্তি। সেই ইতিহাসের মধ্যবর্তী মাইলফলকটি ছিল আসন্ন ইতিহাসের জন্য 'অরণ্যে ধ্বনিত কণ্ঠস্বর'। সেই ইতিহাস শুরু হয়েছিল এমন এক প্রকাশনায়, যা রাজা বা পোপ—দুজনের যে কারও স্বৈরশাসনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, এবং তা শেষ হয়েছিল এমন এক প্রকাশনায়, যা একজন স্বৈরশাসকের চরিত্রকে উপস্থাপন করেছিল। মধ্যবর্তী প্রকাশনাটি আসন্ন ইতিহাসের 'সতর্কতা'র প্রতিনিধিত্ব করেছিল, এবং সেই সতর্কতা ছিল যে ইতিহাসের শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বাতিল করে দেওয়া হবে।

ঐ ইতিহাসের ধারাটি ১৯৮৯ সালে পুনরাবৃত্ত হতে শুরু করে, এবং তা রবিবারের আইনে গিয়ে শেষ হয়, যখন ১৭৮৯ সালে, দুইশ বছর আগে, অরণ্য থেকে আসা সতর্কবার্তাটি প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৯৮৯ ছিল পদ চল্লিশের শেষে সমাপ্তির কাল, এবং তা ১৭৯৮ সালের সমাপ্তির কালের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ১৯৮৯, ১৭৭৬-এর সাথে মিলে যায়, এবং রবিবারের আইন ১৭৯৮-কে প্রতিনিধিত্ব করে। ইতিহাসের মাঝখানে, যেখানে প্রত্যেকে দর্শনের প্রভাব সম্পন্ন হয়, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ শুরু হওয়া এবং ১৭৮৯-এর সতর্কবার্তা পর্যন্ত চলতে থাকা ইতিহাসটি পরিপূর্ণ হয় এবং সংবিধান বাতিল করা হয়। মাঝখানে অবশ্যই একটি মাইলফলক থাকতে হবে, কারণ ঈশ্বর কখনও পরিবর্তন হন না। সেই মাইলফলকটি শীঘ্র আগত রবিবারের আইন থেকে শুরু হওয়া ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের জন্য একটি সতর্কবার্তার প্রতিনিধিত্ব করবে।

১৯৮৯ সালটি ৪০ নম্বর পদে বর্ণিত 'সময়ের শেষে'-কে চিহ্নিত করে, যা ৪১ নম্বর পদে বর্ণিত রবিবারের আইনের দিকে নিয়ে যায়। 'সময়ের শেষে'-এর পরে, তবে রবিবারের আইনের আগে যে সতর্কবার্তাটি আসে, তা ছিল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১। এটি সতর্ক করে যে, ঐ ইতিহাস-পর্বের শেষে, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ যে তৃতীয় দুর্ভোগ এসেছিল এবং অবলম্বে রুদ্ধ করা হয়েছিল, তা অপ্রত্যাশিতভাবে আবার আঘাত হানবে, এবং হাজার হাজার শহর ধ্বংস হয়ে যাবে। যখন সেই ধ্বংস নেমে আসবে, শয়তান তার বিস্ময়কর কাজ আরম্ভ করবে, যার সূচনা হবে শীঘ্রই আসতে চলা রবিবারের আইনের সময়।

> আহা, যদি ঈশ্বরের লোকেরা হাজারো নগরের আসন্ন ধ্বংস সম্পর্কে সচেতন হতো, যেগুলো এখন প্রায় সম্পূর্ণ মূর্তিপূজায় সমর্পিত! কিন্তু যাঁদের সত্য ঘোষণা করার কথা, তাদের অনেকেই নিজের ভাইদের দোষারোপ ও নিন্দা করছে। যখন ঈশ্বরের রূপান্তরকারী শক্তি মানুষের মনে কাজ করবে, তখন একটি সুস্পষ্ট পরিবর্তন ঘটবে। মানুষের আর সমালোচনা করা বা ভেঙে ফেলার প্রবণতা থাকবে না। তারা এমন অবস্থানে দাঁড়াবে না যা বিশ্বে আলোর জ্যোতি ছড়ানোকে বাধা দেয়। তাদের সমালোচনা, তাদের দোষারোপ থেমে যাবে। শত্রুর শক্তিগুলো যুদ্ধের জন্য সমবেত হচ্ছে। আমাদের সামনে দুর্ধর্ষ সংঘর্ষ অপেক্ষা করছে। ভাই ও বোনেরা, আরও ঘনিষ্ঠভাবে একত্র হও, একত্র হও। খ্রিষ্টের সঙ্গে যুক্ত হও। 'তোমরা বলো না, "একটি জোট," . . . তাদের যে ভয়, তোমরা সে ভয় করো না, ভীত হয়ো না। সেনাবাহিনীর প্রভুকে নিজেই পবিত্র গণ্য করো; তিনিই তোমাদের ভয় হোন, তিনিই তোমাদের শঙ্কা হোন। আর তিনি হবেন একটি আশ্রয়স্থান; কিন্তু ইস্রায়েলের উভয় গৃহের জন্য তিনি হবেন হোঁচটের পাথর ও আপত্তির শিলা, এবং জেরুজালেমের অধিবাসীদের জন্য ফাঁস ও ফাঁদ। আর তাদের মধ্যে অনেকে হোঁচট খাবে, পড়ে যাবে, চূর্ণবিচূর্ণ হবে, ফাঁদে পড়বে, এবং ধরা পড়বে।'

> পৃথিবী এক নাট্যমঞ্চ। এর অধিবাসীরা—অভিনেতোরা—শেষে মহা নাটকে নিজেদের ভূমিকায় অভিনয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঈশ্বরকে দৃষ্টির আড়ালে রাখা হয়েছে। মানবজাতির বৃহৎ জনসমষ্টির মধ্যে কোনো ঐক্য নেই; কেবল যখন মানুষ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জোট বাঁধে, তখনই কিছুটা ঐক্য দেখা যায়। ঈশ্বর দেখেছেন। তাঁর বিদ্রোহী প্রজাদের বিষয়ে তাঁর উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হবে। পৃথিবী মানুষের হাতে সমর্পিত হয়নি, যদিও ঈশ্বর কিছু সময়ের জন্য বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার উপাদানগুলোকে প্রভাব বিস্তার করতে দিচ্ছেন। অধোলোকের এক শক্তি কাজ করছে নাটকের শেষ মহা দৃশ্যসমূহ আনতে—খ্রিষ্টরূপে শয়তানের আগমন, এবং গোপন সংঘে নিজেদের একত্রে বাঁধছে এমনদের মধ্যে অধার্মিকতার সমস্ত প্রতারণা নিয়ে কাজ করা। যারা জোটবদ্ধতার মোহে আত্মসমর্পণ করছে, তারা শত্রুর পরিকল্পনাই বাস্তবায়ন করছে। কারণের পরে ফল আসবেই।
>
> পাপাচার প্রায় তার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে। বিশ্বজুড়ে বিভ্রান্তি ছিয়ে গেছে, এবং অতি শীঘ্রই মানবজাতির উপর এক মহা আতঙ্ক নেমে আসবে। শেষ একেবারেই ঘনিয়ে এসেছে। আমরা যারা সত্য জানি, আমাদের উচিত প্রস্তুতি নেওয়া সেই ঘটনার জন্য, যা শিগগিরই এক অভিভূতকর বিস্ময় হিসেবে পৃথিবীর উপর ভেঙে পড়বে। রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯০৩।

১৭৮৯ সালে সংবিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে যে সতর্কবার্তাটি প্রতীকায়িত হয়েছিল, সেটিই তৃতীয় স্বর্গদূতের সতর্কবার্তা; যা দ্বিতীয় কাদেশে ফিরে আসে, যখন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলকরণ শুরু হয়। ওই সতর্কবার্তাটি প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথম কণ্ঠের সতর্কবার্তা, এবং সে সময় শুধু নিউ ইয়র্ক সিটির বিশাল ভবনগুলোই ধসে পড়েনি, সংবিধানের মর্মসত্তাও পরিবর্তিত হয়েছিল। সংবিধানটি ইংরেজি আইনের ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল, যার মৌলিক দর্শনকে সহজভাবে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়: 'কোনও ব্যক্তি দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ।' সংবিধানটি রচিত হয়েছিল যাকে রোমান আইন বলা হয় তা প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যে, যার মৌলিক দর্শনকে সহজভাবে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়: 'কোনও ব্যক্তি নির্দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত দোষী।'

১৭৮৯ সালে অরণ্য থেকে আসা সতর্কবার্তা, যা সংবিধানের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সতর্কবার্তাকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং কেবল জ্বলন্ত ভবনগুলোই সেই ইতিহাসকে আক্ষরিক পরিপূরণ দিয়ে চিহ্নিত করেছিল তা-ই নয়, প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টের পাস হওয়াও (বলতে গেলে) সেই সতর্কবার্তাকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট (সন্ত্রাসবাদ প্রতিহত ও ব্যাহত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত সরঞ্জাম সরবরাহের মাধ্যমে আমেরিকাকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করার আইন, ২০০১) ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পরপরই যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে উপস্থাপিত হয়। বিলটি ২০০১ সালের ২৩ অক্টোবর প্রতিনিধি পরিষদে এবং ২৪ অক্টোবর সিনেটে উপস্থাপিত হয়। এটি ২০০১ সালের ২৬ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ. বুশ আইনে স্বাক্ষর করেন। প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টের উদ্দেশ্য ছিল সরকারের সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড তদন্ত ও প্রতিরোধের সক্ষমতা বাড়ানো এবং নজরদারি ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ক্ষমতা সম্প্রসারণ করা, এবং এটি ইংরেজি আইনের সেই মৌলিক ও বুনিয়াদি নীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যা বলে যে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত একজন মানুষ নির্দোষ। আজও এটি সরকারের অভ্যন্তরের অভিজাতদের দ্বারা আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া, গোপনীয়তা ও ন্যায্য বিচারকে পাশ কাটাতে ব্যবহৃত হয়।

আমরা আমাদের পরবর্তী প্রবন্ধে এই গবেষণাটি চালিয়ে যাব।

এই ভীতিকর ও গম্ভীর সময়ে আমাদের অবস্থা কী? হায়, গির্জায় কী অহংকার প্রাধান্য পাচ্ছে, কী ভণ্ডামি, কী প্রতারণা, পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি কী প্রেম, কী হালকামি ও আমোদ-প্রমোদ, প্রাধান্যের জন্য কী আকাঙ্ক্ষা! এই সব পাপ মনকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে, ফলে চিরন্তন বিষয়গুলো অনুধাবন করা হয়নি। আমরা কি পবিত্র শাস্ত্র অনুসন্ধান করব না, যাতে জানতে পারি এই জগতের ইতিহাসে আমরা কোথায় আছি? বর্তমানে আমাদের জন্য যে কাজ সম্পন্ন হচ্ছে, এবং যখন এই প্রায়শ্চিত্তের কাজ এগিয়ে চলছে তখন পাপী হিসেবে আমাদের যে অবস্থান গ্রহণ করা উচিত—এসব বিষয়ে আমরা কি সচেতন হব না? যদি আমাদের আত্মার পরিত্রাণের প্রতি কোনো কদর থাকে, তবে আমাদের অবশ্যই একটি নির্ধারক পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদের সত্যিকারের অনুতাপ নিয়ে প্রভুকে অন্বেষণ করতে হবে; আত্মার গভীর অনুতাপে আমাদের পাপ স্বীকার করতে হবে, যাতে সেগুলো মোচন হয়।

আমাদের আর সেই মন্ত্রমুগ্ধ ভূমিতে থাকা চলবে না। আমরা দ্রুত আমাদের পরীক্ষাকালের সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। প্রত্যেক আত্মা জিজ্ঞাসা করুক: আমি ঈশ্বরের সামনে কী অবস্থায় আছি? আমরা জানি না, কত তাড়াতাড়ি খ্রিস্টের মুখে আমাদের নাম উঠতে পারে, এবং আমাদের বিচার চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হতে পারে। কী, হায়, কী হবে এই সিদ্ধান্তগুলো! আমরা কি ধার্মিকদের সঙ্গে গণ্য হব, নাকি দুষ্টদের সঙ্গে গণ্য হব?

গির্জা উঠে দাঁড়াক, এবং ঈশ্বরের সামনে নিজের পশ্চাদপসরণের জন্য অনুতাপ করুক। প্রহরীরা জেগে উঠুক, এবং তূর্যে স্পষ্ট ধ্বনি দিক। এটি একটি সুস্পষ্ট সতর্কবার্তা, যা আমাদের ঘোষণা করতে হবে। ঈশ্বর তাঁর দাসদের আদেশ করেন, 'উচ্চস্বরে চিত্কার কর, বিরত হয়ো না, তূর্যের ন্যায় তোমার কণ্ঠ উচ্চ কর, এবং আমার লোকদের তাদের অপরাধ, আর যাকোবের গৃহকে তাদের পাপ দেখিয়ে দাও।' মানুষের মনোযোগ অবশ্যই আকর্ষণ করতে হবে; এটি না হলে সব প্রচেষ্টা নিরর্থক; যদিও স্বর্গ থেকে এক স্বর্গদূত নেমে এসে তাদের সঙ্গে কথা বলুক, তবু তার কথাগুলি ততটাই নিষ্ফল হবে, যেমন মৃত্যুর শীতল কর্ণে কথা বলা। গির্জা কর্মে জাগ্রত হোক। গির্জা পথ প্রস্তুত না করা পর্যন্ত ঈশ্বরের আত্মা কখনওই আসবে না। হৃদয়ের আন্তরিক অনুসন্ধান হওয়া উচিত। ঐক্যবদ্ধ, অধ্যবসায়ী প্রার্থনা হওয়া উচিত, এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলি দাবি করা উচিত। প্রাচীন দিনের মতো দেহে শোকবস্ত্র পরা নয়, বরং আত্মার গভীর দীনতা থাকা উচিত। স্বীয় অভিনন্দন ও আত্মপ্রশংসার সামান্যতম কারণও আমাদের নেই। আমাদের উচিত ঈশ্বরের পরাক্রমশালী হাতের নীচে নিজেদের নম্র করা। তিনি সত্যসন্ধানীদের সান্ত্বনা ও আশীর্বাদ দিতে আবির্ভূত হবেন।

কাজ আমাদের সামনে আছে; আমরা কি এতে যুক্ত হব? আমাদের দ্রুত কাজ করতে হবে, আমাদের অবিচলভাবে এগিয়ে যেতে হবে। প্রভুর মহাদিবসের জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। আমাদের নষ্ট করার মতো সময় নেই, স্বার্থপর উদ্দেশ্যে লিপ্ত হওয়ার মতো সময় নেই। পৃথিবীকে সতর্ক করা দরকার। অন্যদের সামনে আলো পৌঁছে দিতে আমরা ব্যক্তি হিসেবে কী করছি? ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষের হাতে তার কাজ তুলে দিয়েছেন; প্রত্যেকেরই পালন করার একটি ভূমিকা আছে, এবং আমাদের আত্মার বিপদ ডেকে আনা ছাড়া আমরা এই কাজ অবহেলা করতে পারি না।

"হে আমার ভাইগণ, আপনারা কি পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দেবেন এবং তাঁকে প্রস্থান করতে বাধ্য করবেন? আপনারা কি তাঁর উপস্থিতির জন্য অপ্রস্তুত বলে ধন্য ত্রাণকর্তাকে

বাইরে রাখবেন? আপনারা কি সত্যের জ্ঞান ছাড়াই আত্মাগুলিকে বিনষ্ট হতে ছেড়ে দেবেন, কারণ আপনারা আপনাদের আরামকে এত ভালোবাসেন যে সেই বোঝা বহন করতে চান না যা যীশু আপনাদের জন্য বহন করেছিলেন? আসুন আমরা নিদ্রা থেকে জেগে উঠি। 'সংযমী হোন, সতর্ক থাকুন; কারণ আপনাদের প্রতিপক্ষ শয়তান গর্জনরত সিংহের মতো চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাকে সে গ্রাস করতে পারে তা খুঁজছে।'" রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ২২ মার্চ, ১৮৮৭।